দৈনিক জনকণ্ঠ

29 JUN 2003

কতদিন দূরে থাকবেন?

শিক্ষা ও শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কোন নির্দেশনা এবার প্রস্তাবিত বাজেটে না থাকায় বিষয়টা বেশ হতাশারই সৃষ্টি করেছে। এখন তো শুধু কম্পিউটার বিষয়ক বা প্রফেশনাল সৃষ্টির জন্যই নয়, অন্য যে কোন বিষয়ক শিক্ষার জন্যও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার প্রয়োজন। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজে দিতে যদি বেশি সমস্যা হয়, তাহলে আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দিন।

প্রযুক্তি প্রজন্ম

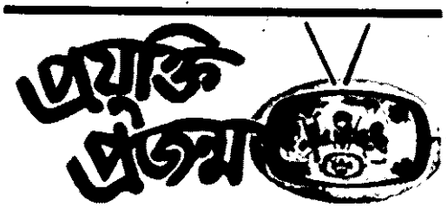

আবীর হাসান

বিজ্ঞান সবার জন্য নয় বটে, কিন্তু প্রযুক্তির তো সর্বজনীন হয়ে ওঠার একটা প্রত্যয় থাকেই। বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের সফল আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই প্রযুক্তি তৈরি হয় এবং প্রযুক্তির আবার একটা বাণিজ্যিক ব্যাপারও আছে। অর্থাৎ শিল্পপণ্য হিসাবে উৎপাদনে যখন কোন প্রযুক্তি যায়, তখনই সে প্রযুক্তির সাফল্য অর্জিত হচ্ছে বলে মূল্যায়ন করা হয়।

এ যুগের ইলেক্ট্রনিক্সের কথাই ধরা যাক, মূলত ট্রানজিস্টরভিত্তিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ ধরে যে প্রযুক্তি উন্নত হয়েছিল তা থেকেই ইলেক্ট্রনিক্সের শুরু আর এখন সেগুলোই হয়ে উঠছে ডিজিটাল। রেডিও, টেপরেকর্ডার, ওয়াকম্যান, ভিসিআর, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন-সব ডিজিটাল হয়ে উঠছে। এমনকি অন্য ধারার প্রযুক্তি ক্যামেরাও এখন ডিজিটাল। ইলেক্ট্রনিক্সের জগতে নতুন ধারার যেসব পণ্য যুক্ত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং এমপি থ্রী প্লেয়ার-একটা দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জরুরী, অন্যটা মনের জন্য। এ ছাড়া আছে ডিজিটাল ডায়েরিও। নতুন আরও কিছু আসছে। যেমন রোবটিক ক্লিনার, লন মওয়ার ইত্যাদি। ইলেক্ট্রনিক্সের জগত ক্রমশ বড় হচ্ছে। ঘড়ি তো আগেই এসেছে এই প্রযুক্তির আওতায়, কলমও আসছে।

প্রথম প্রথম যখন কোন ম্যানুয়ালি ব্যবহার্য পণ্য অটোমেটিক বা ডিজিটাল হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা বলি স্মার্ট। স্মার্ট হওয়ার বিষয়টা এখন যানবাহন থেকে নিয়ে খেলনা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই সময়ে কম্পিউটার-ইন্টারনেটকে ভয় পাওয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার তাই কোন উপায় নেই। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত এমন টেলিভিশন আর পাওয়া যাবে না-যেগুলো ই-মেইল আদান-প্রদান করতে পারে না। আপনার বাড়িতে ঐ রকম একটা টেলিভিশন থাকলে আপনারও কি ইচ্ছা করবে না একটা ই-মেইল করে দেখতে? ও রকম রেফ্রিজারেটরের দেখা ঢাকাতেই মিলেছিল বছর দুয়েক আগে। এগুলোও স্মার্ট ব্যাপার-স্যাপার, সন্দেহ নেই। এ রকমই স্মার্টনেস দেখানোর একটা ব্যাপার আছে এ যুগের ছোটদের মধ্যে। গেম মেশিনের জন্য তাদের বায়না তো আছেই, ঘড়িতে, টেলিভিশনে গেম না থাকলে ওদের মন ভরে না। বড় হতে হতে ওদের কম্পিউটার লাগে, কম্পিউটারের জন্য সিডি লাগে, নানা রকম সফটওয়্যারের জন্য পিসি আপগ্রেডের ব্যয়নাক্তা তারা মাঝে মাঝেই তোলে। যারা গেমের জগতে ঢুকেছে তাদের খাঁইটা বেশি। অনেকের কাছে এটা খুব ভাল ব্যাপার নয়। খারাপ বলে সাইবারক্যাফের সংস্কৃতিটাকেও অনেকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু দেখা যায় করেন তাঁরাই যাঁরা সাধারণ স্মার্ট প্রযুক্তিগুলোর ধারেকাছেও ঘেঁষেন না। গেল গেল-রব তুলে তাঁরা থামাতে চান নতুন প্রজন্মের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে।

এ দেশে কম্পিউটার যখন নতুন প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য দেয়ার কথা হচ্ছিল তখন যাঁরা প্রাথমিক দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ একে 'শয়তানের বাক্স' বলতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু তাই বলে তাঁদের সন্তানসন্ততিদেরও তাঁরা নতুন যুগের প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারেননি। রাষ্ট্রীয়ভাবেও দেখা গেছে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যাগুলোকে ঝুলিয়ে রাখতে। অথচ যাঁরা নীতি নির্ধারণ করছেন, আমদানিসংক্রান্ত বিধি তৈরি করছেন, শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাঁরা তো একবারও বলছেন না যে ইলেক্ট্রনিক্স বিলাসদ্রব্যগুলো আমদানি নিষিদ্ধ করতে কিংবা এগুলোর অবাধ ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করতে। ডিজিটাল প্রযুক্তির পণ্য চলছে বিভিন্নভাবে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেগুলো ব্যবহারও হচ্ছে। কিন্তু অহেতুক কম্পিউটার-ইন্টারনেট নিয়ে ঘাপলা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। আসলে বর্তমান যুগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট মিলিয়ে যে নতুন পেশাভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে সেটার বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশে সবচেয়ে আগে আধুনিক হয়েছে সম্ভবত মুদ্রণশিল্প। যদিও এ পেশায় যাঁরা রয়েছেন তাঁরাও এই সমাজেরই লোক এবং সমস্ত ভালমন্দেরও দায়ভাগী, কিন্তু নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পত্রপত্রিকা-বইপত্র প্রকাশ করতে তো তাঁদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অনেকেই মাঝে মাঝে বলেন, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশে এখনও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় [illegible] প্রকাশনা শিল্পের উদাহরণটিকে সামনে রাখ[illegible] সত্যতা প্রমাণ [illegible] বা [illegible]

বিকাশও একটা সীমায় আটকে গেছে। তার পরেও পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে নিয়ে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন এমনকি রাস্তার পাশের হোর্ডিংয়েও ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে যুগের প্রযুক্তিকে ঠেকানো যায় না। প্রকাশ্যে না হোক গোপনে তা আগ্রাসন শুরু করে। এই ধরনের যুগসন্ধিক্ষণে কোন সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে যখন উদ্যোগহীনতা বা কপটতা পরিলক্ষিত হয়, তখন তাকে বেকুবি বা আহাম্মকি বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

শিক্ষা ও শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক কোন নির্দেশনা এবার প্রস্তাবিত বাজেটে না থাকায় বিষয়টা বেশ হতাশারই সৃষ্টি করেছে। এখন তো শুধু কম্পিউটার বিষয়ক বা প্রফেশনাল সৃষ্টির জন্যই নয়, অন্য যে কোন বিষয়ক শিক্ষার জন্যও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার প্রয়োজন। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজে দিতে যদি বেশি সমস্যা হয়, তাহলে আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দিন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি শিক্ষার্থীরা সুযোগ পায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের, তাহলেও ডিজিটাল ডিভাইড কিছুটা ঘুচতে পারে। মনে রাখতে হবে প্রফেশনাল সৃষ্টির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক যে শিক্ষা সেটা খুবই একপেশে ধরনের। সবাইকে প্রফেশনাল বানানোর চেষ্টাও বুদ্ধিদীপ্ত কোন যুক্তি নয়। বরং সবধরনের শিক্ষার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলে এবং কম্পিউটার-ইন্টারনেট ব্যবহার করে যদি কেউ ইংরেজী ভাষা বা দর্শনও শেখে তাহলেও লাভ আছে। তদুপরি বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনই অগ্রাধিকার না দিলে সমস্যা বেশি হবে। এ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করা উচিতই হবে না। সরকার পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় পিছিয়ে পড়বে অচিরেই। এখন প্রযুক্তি বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে, কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন সংযোগ সৃষ্টি করা এতদিনেও কেন হলো না-সেটা একটা প্রশ্ন বটে।

বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠতে পারত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন এডুকেশন সার্ভিস। একবারে অতটা করা না গেলেও অনলাইন লাইব্রেরী রেফারেন্স সার্ভিস চালু করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের শিক্ষা সার্ভিস এজন্য প্রয়োজন যে, তারা যখন দু'তিন বছর পরে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করবে তখন এমন নতুনত্বের সম্মুখীন হবে-যার ফলে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে কিংবা যোগ্যতার বিচারে হীনম্মন্যতার সৃষ্টিও হতে পারে। পক্ষান্তরে দেশের ভিতরেই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এগিয়ে থাকবে। এটাও একধরনের অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল ডিভাইড।

এসব ছাড়াও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের বিষয়টাকেও তো আমাদের হিসাবে রাখতে হবে। এখন সমস্যা থাকলেও কোনদিন আমাদের জন্য কোথাও কোন সুযোগ আর সৃষ্টি হবে না, এমন তো নয়। সে সময় শিক্ষার্থীরা কি করবে?

নতুন ই-বিজনেস সংক্রান্ত কোন শিক্ষাই সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেয়া হয় না। অথচ বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কমিউনিটিতে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে ই-বিজনেস সংক্রান্ত নিয়মাবলী। সব রকম শিল্প-বাণিজ্যের জন্যই কম্পিউটার সফটওয়্যারভিত্তিক কর্মকাণ্ড বোঝা প্রয়োজন। এ ছাড়া এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ যেমন নেটওয়ার্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি শিক্ষারও প্রচুর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে তেমন কিছুই হচ্ছে না।

বেসরকারী খাতের শিল্প উদ্যোক্তা বিশেষত যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা আধুনিক বিভিন্ন স্মার্ট পণ্য ব্যবহার করলেও নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যকে স্মার্ট করার ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি মেনে চলছেন। এটা কি সরকারী অনীহার প্রতিক্রিয়াতে নাকি অন্যান্য কারণে? কিন্তু রফতানি শিল্পের ক্ষেত্রে আগামী দু'তিন বছরের মধ্যেই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠবে। অনেকে অবশ্য পর্যাপ্ত প্রফেশনাল না পাওয়ার অনুযোগ করেন। কিন্তু যদি উদ্যোগ তাঁরা নেন বা নিতে থাকেন তাহলে প্রফেশনাল হতে তরুণদের এগিয়ে আসতে আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না। প্রথম প্রথম প্রকাশনা শিল্পে এ ধরনের সমস্যা [illegible]